ঈমানের
তিন মূলনীতি

ড. মোহাম্মদ ইমাম হোসাইন
সহকারী অধ্যাপক
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর, বাংলাদেশ

সবুজপত্র

প্রকাশকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে উত্তম আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন এবং সরল-সঠিক পথের দিশা দিয়ে ধন্য করেছেন। সালাত ও সালাম প্রিয়নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি, যিনি তাঁর উপর নাযিলকৃত 'দীন' আমাদের কাছে পৌছে দিয়েছেন নির্ভুল ও পূর্ণাঙ্গরূপে, যাতে কোনো প্রকার সন্দেহ-সংশয় নেই।

ঈমানের তিন মূলনীতি 'দীন-ইসলাম'-এর সর্বাধিক অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়। মু'মিন জীবনে এর জ্ঞানার্জন, অনুশীলন অবশ্য কর্তব্য এবং অপরিহার্য। এর কোনো অংশ ছেড়ে দেয়া বা এতে নতুন কিছু যুক্ত করার অবকাশ নেই। আরব বিশ্বের অনেক ইসলামিক স্কলার এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন। অনেকে কোনো কোনো কিতাবের বিস্তারিত ব্যাখ্যাগ্রন্থও লিখেছেন। বাংলা ভাষায়ও এ বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। তবে 'ঈমানের তিন মূলনীতি'র উপর নির্দিষ্ট গ্রন্থ খুব একটা দেখা যায় না। ড. মোহাম্মদ ইমাম হোসাইন এ বিষয়টি সংক্ষেপে এবং দলীল-প্রমাণসহ তুলে ধরেছেন, যা সর্বসাধারণের জন্য অত্যন্ত উপযোগী হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

আমাদের সমাজে 'ঈমান শিক্ষা'র বিষয়টি বেশ উপেক্ষিত। প্রকৃতপক্ষে, 'আমল'-এর উপর গুরুত্ব দেয়ার আগে অবশ্য অবশ্যই 'ঈমান' সম্পর্কে জানা আবশ্যক। কারণ, পরিশুদ্ধ ও মযবুত ঈমান ব্যতীত মহান আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য 'নেক আমল' করা অসম্ভব। এ বিষয়ে জ্ঞান লাভের জন্য বইখানি ভূমিকা রাখলেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে, ইনশাআল্লাহ।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের নিয়তে পূর্ণ ইখলাস দান করুন এবং নেক কাজে অগ্রসর হওয়ার তাওফীক দিন। এ কাজগুলোকে আখিরাতের কঠিন মুসিবতের সময় আমাদের সকলের জন্য নাজাতের অসিলা হিসেবে কবুল করে নিন। আমিন!

মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন
helalrk@yahoo.com

লেখক পরিচিতি

ড. মোহাম্মদ ইমাম হোসাইন ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া উপজেলার কৈয়ারা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম নুর আহমাদ, মাতার নাম আনোয়ারা বেগম। পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে তিনি সর্বকনিষ্ঠ। বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে দাখিল ও আলিম পরীক্ষায় মেধা তালিকায় যথাক্রমে একাদশতম ও দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেন। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়ার আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ থেকে বিএ (অনার্স) ও এমএ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান এবং মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদে প্রথম স্থান অধিকার করে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক স্বর্ণপদকে ভূষিত হন। পরবর্তীতে একই বিভাগ হতে পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন। কামিল (হাদীস) পরীক্ষায়ও প্রথম শ্রেণীতে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। তিনি বর্তমানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুরের আরবী বিভাগে সহকারী অধ্যাপক পদে কর্মরত। তিনি তাফসীরুল কুরআন, খুতবা, ওয়াজ মাহফিল, বিভিন্ন আলোচনা ও লেখনীর মাধ্যমে শির্কমুক্ত তাওহীদি ঈমান এবং বিদ'আতমুক্ত সুন্নাতি আমলের দাওয়াতের কাজ করে থাকেন (www.tafseerulquran.com)। তাঁর লিখিত ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে এগারোটি গবেষণা প্রবন্ধ বিভিন্ন রিসার্চ জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি 'নদ্দা সরকার বাড়ি জামে মাসজিদ' (গুলশান, ঢাকা) ও উত্তরা ১১নং সেক্টর 'বায়তুন নূর জামে মাসজিদ'-এ খতীব হিসেবে কর্মরত আছেন।

***

সূচিপত্র

বিবরণ	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	৯
ঈমানের তিন মূলনীতির গুরুত্ব, তাৎপর্য ও অপরিহার্যতা	১৫
ঈমানের মূলনীতির সাথে সম্পৃক্ত তিনটি মাসআলা	২২
প্রথম মাসআলা	২২
দ্বিতীয় মাসআলা	২৭
তৃতীয় মাসআলা	২৮
ইবাদাত (اَلْعِبَادَةُ)	৩১
তাওহীদ (اَلتَّوْحِيْدُ)	৩২
শির্ক (اَلشِّرْكُ)	৩৪
ঈমানের তিন মূলনীতি	৩৫
প্রথম মূলনীতি: বান্দা তার রবকে চেনা	৩৯
১. প্রার্থনা করা, চাওয়া (اَلدُّعَاءُ)	৪৩
২. ভয় করা (اَلْخَوْفُ)	৪৪
৩. আশা করা (اَلرَّجَاءُ)	৪৬
৪. ভরসা করা (اَلتَّوَكُّلُ)	৪৬
৫. আগ্রহ, ভীতি ও বিনয়ী হওয়া (اَلرَّغْبَةُ وَالرَّهْبَةُ وَالْخُشُوْعُ)	৪৮
৬. সশ্রদ্ধ ভয় (اَلْخَشْيَةُ)	৪৮
৭. ফিরে আসা (اَلْإِنَابَةُ)	৪৯
৮. সাহায্য চাওয়া (اَلْاِسْتِعَانَةُ)	৫১
৯. আশ্রয় চাওয়া (اَلْاِسْتِعَاذَةُ)	৫৩
১০. পরিত্রাণ চাওয়া (اَلْاِسْتِغَاثَةُ)	৫৮
১১. যবেহ করা (اَلذَّبْحُ)	৬১
১২. মান্নত করা (اَلنَّذْرُ)	৬২

দ্বিতীয় মূলনীতি: বান্দা তার রবের দীনকে চেনা	৬৪
দীনের স্তর বা পর্যায়	৬৫
[এক] দীনের প্রথম স্তর হলো ইসলাম	৬৭
প্রথম রুকন: ঈমান	৬৮
দ্বিতীয় ও তৃতীয় রুকন: সালাত ও যাকাত	৭৪
চতুর্থ রুকন: সিয়াম	৭৪
পঞ্চম রুকন: হজ্জ	৭৫
[দুই] দীনের দ্বিতীয় স্তর হলো ঈমান	৭৬
প্রথম রুকন: আল্লাহ তাআলার উপর ঈমান	৭৭
প্রথমত: মহান আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস	৭৭
দ্বিতীয়ত: মহান আল্লাহর ক্ষমতায় বিশ্বাস	৮০
তৃতীয়ত: একমাত্র মা'বুদ হিসেবে মহান আল্লাহর উপর বিশ্বাস	৮২
চতুর্থত: মহান আল্লাহর নাম ও গুণাবলিতে বিশ্বাস	৮৫
দ্বিতীয় রুকন: ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান	৮৫
তৃতীয় রুকন: মহান আল্লাহর অবতীর্ণ গ্রন্থসমূহে বিশ্বাস	৮৮
চতুর্থ রুকন: রাসূলগণের প্রতি ঈমান	৮৮
পঞ্চম রুকন: আখিরাতের প্রতি ঈমান	৮৯
ষষ্ঠ রুকন: তাকদীরে বিশ্বাস	৮৯
[তিন] দীনের তৃতীয় স্তর হলো ইহসান	৮৯
ইসলাম ও ঈমান বিনষ্টকারী দশটি বিষয়	৯০
তৃতীয় মূলনীতি: বান্দা তার রবের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চেনা	৯৬
হিজরত	৯৮
কাফিরদের দেশে সফরের বিধান	৯৯
কাফিরদের দেশে বসবাসের বিধান	৯৯
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত	১০১
মৃত্যু পরবর্তী জীবনের সঠিক ধারণা	১০৪
তাগূতের পরিচয়	১১২
তাগূত প্রধানত: পাঁচ ধরনের	১১৩
উপসংহার	১১৯

ভূমিকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ، وَعَلَى آلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَمَنْ وَالَاهُ، أَمَّا بَعْدُ

মহান আল্লাহ মানবজাতিকে সুন্দর আকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। সমগ্র সৃষ্টিজগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দিয়েছেন। তিনি বলেন,

﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ﴾

"অবশ্যই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সর্বোত্তম গঠনে।" [সূরা ৯৫; আত-ত্বীন ৪]

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ﴾

"আর আমি তো আদম সন্তানদের সম্মানিত করেছি এবং আমি তাদেরকে স্থলে ও সমুদ্রে বাহন দিয়েছি এবং তাদেরকে দিয়েছি উত্তম রিযক।" [সূরা ১৭; আল-ইসরা ৭০]

এত সুন্দর আকৃতি প্রদান করে, সম্মানিত করে, উত্তম রিযক প্রদান করে মহান আল্লাহ কেন এ মাখলুক সৃষ্টি করলেন? মহান আল্লাহ নিজেই এর জবাব প্রদান করেছেন। তিনি বলেন,

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ﴾

"আর জিন ও মানুষকে কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার ইবাদাত করবে।" [সূরা ৫১; আয-যারিয়াত ৫৬]

এ আয়াতে কারীমা দ্বারা আমরা জানতে পারলাম, 'ইবাদাতের' জন্যই আমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। 'ইবাদাত'ই মূল উদ্দেশ্য। ইবাদাতের সাথে কয়েকটি প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট রয়েছে। 'ইবাদাত' যার করা হয় তাকে মা'বুদ বলা হয়। ইবাদাত কার করব? আমার মা'বুদ কে? আমার মা'বুদ কয়জন? প্রথম বিষয় আমার ইবাদাতের মালিক খুঁজে বের করতে হবে? কেন তাঁর ইবাদাত করবো? অন্য কেউ আমার ইবাদাত পেতে পারে কি-না? দ্বিতীয় বিষয় ইবাদাত কী? কোনগুলো তাঁর ইবাদাত? মা'বুদ কোন ধরনের ইবাদাত চান? তৃতীয় বিষয় ইবাদাত কার দেখানো পদ্ধতিতে করব? ইবাদাত শিখব কার কাছ থেকে? কোন পদ্ধতিতে ইবাদাত করলে মা'বুদ কবুল করবেন, আর কোন পদ্ধতিতে ইবাদাত করলে কবুল করবেন না? এ তিনটি বিষয়ের প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বের করতেই হবে। কারণ, আমরা হলাম আব্‌দ বা বান্দা। আমাদের কাজই হলো, ইবাদাত বা বন্দেগী করা। এ তিনটি বিষয়ের সঠিক উত্তর না জেনে সঠিকভাবে ইবাদাত করা যায় না। করলেও সে ইবাদাত বাতিল হয়ে যায়।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَقَدِمْنَآ إِلَىٰ مَا عَمِلُوا۟ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَٰهُ هَبَآءً مَّنثُورًا﴾

"আর তারা যে কাজ করেছে আমি সেদিকে অগ্রসর হব। অতঃপর তাকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করে দেব।" [সূরা ২৫; আল-ফুরকান ২৩]

প্রথম বিষয়ের উত্তর মহান আল্লাহ এভাবে দিয়েছেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَٰشًا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِۦ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا۟ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾﴾

"হে মানুষ, তোমরা তোমাদের রবের ইবাদাত কর, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তাদেরকে, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর। যিনি তোমাদের জন্য জমিনকে করেছেন বিছানা, আসমানকে ছাদ এবং আসমান থেকে নাযিল করেছেন বৃষ্টি। অতঃপর তার মাধ্যমে উৎপন্ন করেছেন ফল-ফলাদি, তোমাদের জন্য রিযকস্বরূপ। সুতরাং, তোমরা জেনে-বুঝে আল্লাহর জন্য সমকক্ষ নির্ধারণ করো না।" [সূরা ২; আল-বাকারা ২১-২২]

ইবাদাত করতে হবে রবের। যিনি আমার রব তিনিই আমার মা'বুদ। এ আয়াতে কারীমায় রবের কিছু পরিচয়ও তুলে ধরা হয়েছে। সমস্ত মানুষকে এ রবের ইবাদাতের আহ্বান জানানো হয়েছে। আয়াতের শেষে শির্কমুক্ত থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে।

রব কে? রব হলেন, একমাত্র মহান আল্লাহ। তিনিই একমাত্র সত্যিকারের মা'বুদ। তিনি ব্যতীত সত্য কোন মা'বুদ নেই। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۙ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَأُو۟لُوا۟ ٱلْعِلْمِ قَآئِمًۢا بِٱلْقِسْطِ ۚ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ﴾

"আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই, আর ফেরেশতা ও জ্ঞানীগণও এই স্বাক্ষ্যই দেয়। তিনি ন্যায় দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" [সূরা ৩; আলে ইমরান ১৮]

সমস্ত নবী-রাসূলগণ একমাত্র মহান আল্লাহর ইবাদাতের দিকেই আহ্বান করেছেন।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِى كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُوا۟ ٱلطَّٰغُوتَ﴾

"আর আমি অবশ্যই প্রত্যেক জাতিতে একজন রাসূল প্রেরণ করেছি, এ নির্দেশ দেয়ার জন্য যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর এবং পরিহার কর তাগূতকে।" [সূরা ১৬; আন-নাহল ৩৬]

দ্বিতীয় বিষয়ের উত্তর মহান আল্লাহ এভাবে দিয়েছেন,

﴿إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট দীন হচ্ছে ইসলাম।" [সূরা ৩; আলে ইমরান ১৯]

ইসলামের যাবতীয় কার্যক্রমই ইবাদাত। ইসলামী শরী'আত অনুযায়ী জীবনযাপন করাই তাঁর ইবাদাত। মা'বুদের পছন্দনীয় একমাত্র দীন হলো ইসলাম। ইসলামের বাইরে কোনো কিছু তিনি গ্রহণ করেন না। তিনি বলেন,

﴿وَ مَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَ هُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ﴾

"আর যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দীন চায় তবে তার কাছ থেকে তা কখনো গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" [সূরা ৩; আলে ইমরান ৮৫]

মহান আল্লাহর পছন্দনীয় কাজগুলো করা এবং অপছন্দনীয় কাজগুলো থেকে বিরত থাকাই হলো ইসলাম।

ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ»

"পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত। এ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো সত্য ইলাহ নেই ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল, সালাত ক্বায়েম করা, যাকাত আদায় করা, হজ্জ পালন করা এবং রামাদান মাসের সিয়াম পালন করা।" [সহীহ বুখারী: ৮; সহীহ মুসলিম: ১৯]

তৃতীয় বিষয়ের উত্তর মহান আল্লাহ এভাবে দিয়েছেন,

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۗ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ﴾

ঈমানের তিন মূলনীতির গুরুত্ব, তাৎপর্য ও অপরিহার্যতা

ঈমানের তিনটি উসূল (اَلْأُصُوْلُ الثَّلَاثَةُ) বা মূলনীতির মধ্যে সমগ্র দীন অন্তর্ভুক্ত। দীনের এমন কোনো শাখা-প্রশাখা নেই, যার সাথে এ তিনটি মূলনীতি সম্পৃক্ত নেই। আকীদা-ইবাদাত, লেন-দেন, আচার-আচরণ, আখলাক সর্বক্ষেত্রে এ তিনটি মূলনীতি সংযুক্ত রয়েছে। জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে, প্রতিটি কর্মে এ তিনটি মূলনীতি সামনে রেখে একজন মু'মিনকে পথ চলতে হবে। এ মূলনীতিগুলো অনুসরণ করার জন্য যথার্থ জ্ঞান, আমল, দাওয়াত ও সবরের প্রয়োজন। তাই মূলনীতিগুলো জানার পূর্বে এর গুরুত্ব, তাৎপর্য ও অপরিহার্যতা জানতে হবে। এ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

[এক] ঈমানের এ তিনটি উসূলের যথার্থ জ্ঞান লাভ করতে হবে। যথার্থ জ্ঞান লাভ বলতে যা বুঝায়, তা হলো–

(ক) আল্লাহ তাআলাকে এমনভাবে জানতে হবে এবং গ্রহণ করতে হবে, যাতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে যে শরী'আত দিয়েছেন তা মেনে নিতে পরিপূর্ণরূপে প্রস্তুত হওয়া যায়।

আল্লাহ তাআলাকে চিনার অন্যতম মাধ্যম হলো, আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহর মধ্যকার শার'য়ী নির্দেশনাসমূহ এবং তাঁর সৃষ্টির দিকে লক্ষ করা। যখনই বান্দা এ সকল নির্দেশনার প্রতি লক্ষ করবে তখনি তার মা'বুদ ও সৃষ্টিকর্তার প্রতি তার জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ ﴿٢٠﴾ وَفِي أَنفُسِكُمْ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٢١﴾﴾

"নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে ধরিত্রীতে এবং তোমাদের মধ্যেও। তোমরা কি অনুধাবন করবে না?" [সূরা ৫১; আয-যারিয়াত ২০-২১]

(খ) মহান আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমনভাবে জানতে হবে এবং গ্রহণ করতে হবে, যাতে তিনি যে হেদায়াত ও দীনে হক সহকারে প্রেরিত হয়েছেন, তা গ্রহণ করতে, তিনি যা বর্ণনা করেছেন তা সত্য হিসেবে মেনে নিতে, তাঁর নির্দেশসমূহের আনুগত্য করতে, তাঁর নিষেধসমূহ থেকে বিরত থাকতে, তাঁর ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকতে প্রস্তুত হওয়া যায়।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

"অতএব তোমার রবের শপথ! তারা কখনই বিশ্বাস স্থাপনকারী হতে পারবে না, যে পর্যন্ত তোমাকে তাদের সৃষ্ট বিরোধের বিচারক না করে, অতঃপর তুমি যে বিচার করবে তা দ্বিধাহীন অন্তরে গ্রহণ না করে এবং ওটা সন্তুষ্ট চিত্তে কবুল না করে।" [সূরা ৪; আন-নিসা ৬৫]

﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

"মু'মিনদের উক্তি তো এই, যখন তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেয়ার জন্য আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের দিকে আহ্বান করা হয় তখন তারা বলে: আমরা শ্রবণ করলাম ও মান্য করলাম। আর তারাই তো সফলকাম।" [সূরা ২৪; আন্-নূর ৫১]

﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾

"অতঃপর যদি তোমাদের মধ্যে কোনো বিষয়ে কোনো মতবিরোধ হয় তাহলে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তিত হও, যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস করে থাক; এটাই কল্যাণকর ও শ্রেষ্ঠতর পরিসমাপ্তি।" [সূরা ৪; আন-নিসা ৫৯]

﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

"সুতরাং, যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদের উপর আপতিত হবে অথবা আপতিত হবে তাদের উপর কঠিন শাস্তি।" [সূরা ২৪; আন্-নূর ৬৩]

(গ) আল্লাহ তাআলার একমাত্র মনোনীত দীন ইসলামকে এমনভাবে জানতে হবে, যাতে ইসলামকে মানার জন্য প্রস্তুত হওয়া যায়। আদম আলাইহিস সালাম থেকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত প্রত্যেক নবীর শরী'আতই ছিল ইসলাম ।

আল্লাহ তাআলা ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দু'আ বর্ণনা করে বলেন,

﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ﴾

"হে আমাদের রব! আমাদের উভয়কে আপনার অনুগত করুন এবং আমাদের বংশধরদের মধ্য হতেও আপনার অনুগত এক দল লোক সৃষ্টি করে দিন।" [সূরা ২; আল-বাকারা ১২৮]

তবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের আগমনের সাথে সাথে পূর্ববর্তী সকল দীন রহিত হয়ে গেছে। তাই ইহুদীরা মূসা আলাইহিস সালামের যুগে মুসলিম ছিল, খ্রিস্টানরা ঈসা আলাইহিস সালামের যুগে মুসলিম ছিল। কিন্তু যখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেরিত হন, তখন তাঁর প্রতি আনুগত্য না করলে সে মুসলিম নয়।

ইসলামই আল্লাহ তাআলার একমাত্র মনোনীত পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা

মহান আল্লাহ বলেন, ﴿إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾

"নিশ্চয়ই ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনীত দীন।" [সূরা ৩; আলে ইমরান ১৯]

﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

"আর যে কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য দীন অন্বেষণ করে তা কখনোই তার নিকট হতে গৃহীত হবে না এবং পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" [সূরা ৩; আলে ইমরান ৮৫]

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দীন হিসেবে মনোনীত করলাম।" [সূরা ৫; আল-মায়িদা ৩]

[দুই] ঈমানের এ তিনটি উসূল জানার পরে এগুলোর প্রতি আমল করতে হবে

প্রকৃতপক্ষে আমল হলো ইলমেরই ফল। যে ব্যক্তি ইলমবিহীন আমল করে সে খ্রিস্টানদের সাথে সাদৃশ্য রাখে, আর যে ব্যক্তি ইলম শিখে, কিন্তু আমল করে না, সে ইহুদীদের সাথে সাদৃশ্য রাখে। এজন্য আল্লাহ তাআলার উপর ঈমান

ঈমানের মূলনীতির সাথে সম্পৃক্ত
তিনটি মাসআলা

প্রথম মাসআলা (اَلْمَسْأَلَةُ الْأُوْلِيْ)

১. মহান আল্লাহই আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন

এ বিষয়ে আল-কুরআনে দু ধরনের আয়াত রয়েছে। কিছু আয়াতে আমাদেরকে সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে ইলম দেয়া হয়েছে। আবার কিছু আয়াতে আমাদের আকলকে প্রশ্ন করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ طِيْنٍ ثُمَّ قَضٰٓى اَجَلًا ۭ وَاَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهٗ ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُوْنَ ﴾

"অথচ তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদের জীবনের জন্য একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ নির্ধারণ করেছেন, এছাড়া আরও একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ তাঁর নিকট নির্ধারিত রয়েছে, কিন্তু এরপরেও তোমরা সন্দেহ করে থাক।" [সূরা ৬; আল-আন'আম ২]

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ﴾

"আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি ছাঁচে ঢালা শুষ্ক ঠনঠনে মাটি হতে।" [সূরা ১৫; আল-হিজর ২৬]

﴿ وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَآ اَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُوْنَ ﴾

"তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন। এখন তোমরা মানুষ; সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছ।" [সূরা ৩০; আর-রূম ২০]

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ﴾

"আমি সৃষ্টি করেছি জিন ও মানুষকে এ জন্য যে, তারা একমাত্র আমারই ইবাদাত করবে।" [সূরা ৫১; আয-যারিয়াত ৫৬]

﴿اَمْ خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمُ الْخٰلِقُوْنَ ﴿٣٥﴾ اَمْ خَلَقُوا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ بَلْ لَّا يُوْقِنُوْنَ ﴿٣٦﴾ اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَآئِنُ رَبِّكَ اَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُوْنَ ﴿٣٧﴾﴾

"তারা কি স্রষ্টা ব্যতীত সৃষ্টি হয়েছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা? না কি তারা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে? বরং তারা তো অবিশ্বাসী। তোমার রবের ভাণ্ডার কি তাদের নিকট রয়েছে, না তারা এ সমুদয়ের নিয়ন্তা?" [সূরা ৫২; আত-তূর ৩৫-৩৭]

যুবাইর বিন মুত'য়িম রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর ঈমান আনার ব্যাপারে বলেন,

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِيْ الْمَغْرِبِ بِالطُّوْرِ فَلَمَّا بَلَغَ هَذِهِ الْآيَةَ ﴿اَمْ خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمُ الْخٰلِقُوْنَ ﴿٣٥﴾ اَمْ خَلَقُوا السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ ۚ بَلْ لَّا يُوْقِنُوْنَ ﴿٣٦﴾ اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَآئِنُ رَبِّكَ اَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُوْنَ ﴿٣٧﴾﴾ كَادَ قَلْبِيْ أَنْ يَطِيْرَ وَذَلِكَ أَوَّلَ مَا وَقَرَ الإِيْمَانُ فِيْ قَلْبِيْ.

অর্থাৎ, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাগরিবে সূরা তূর পাঠ করতে শুনেছি। যখন তিনি এ আয়াত পর্যন্ত পৌঁছেন, (অর্থ) "তারা কি স্রষ্টা ব্যতীত সৃষ্টি হয়েছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা? আসমান-জমিন কি তারাই সৃষ্টি করেছে? আসলে তারা অবিশ্বাসী। তোমার প্রতিপালকের ধনভাণ্ডার কি তাদের কাছে রয়েছে, না তারাই এ সমুদয়ের নিয়ন্ত্রণকারী?" [সূরা ৫২; আত-তূর ৩৫-৩৭] তখন আমার অন্তর প্রায় উড়ে যাবার অবস্থা হয়েছিল। এ ঘটনা থেকেই সর্বপ্রথম ঈমান আমার অন্তরে স্থান করে নেয়।" [আহমাদ বিন আবদুল লতিফ আয-যাবীদি (৮৯৩ হি.), মুখতাসার সহীহ বুখারী: ৪০০]

২. মহান আল্লাহই আমাদেরকে রিযক দান করেন

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহই রিযকদাতা, তিনি শক্তিধর, পরাক্রমশালী।" [সূরা ৫১; আয-যারিয়াত ৫৮]

﴿قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اَمَّنْ يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَمَنْ يُّخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُّدَبِّرُ الْاَمْرَ ؕ فَسَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُ﴾

"বল, 'আসমান ও জমিন থেকে কে তোমাদের রিযক দেন? অথবা কে (তোমাদের) শ্রবণ ও দৃষ্টিসমূহের মালিক? আর কে মৃত থেকে জীবিতকে বের করেন আর জীবিত থেকে মৃতকে বের করেন? কে সব বিষয় পরিচালনা করেন'? তখন তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ'।" [সূরা ১০; ইউনুস ৩১]

﴿اَفَرَءَيۡتُمۡ مَّا تَحۡرُثُوۡنَ ﴿٦٣﴾ ءَاَنۡتُمۡ تَزۡرَعُوۡنَهٗۤ اَمۡ نَحۡنُ الزّٰرِعُوۡنَ ﴿٦٤﴾ لَوۡ نَشَآءُ لَجَعَلۡنٰهُ حُطَامًا فَظَلۡتُمۡ تَفَكَّهُوۡنَ ﴿٦٥﴾ اِنَّا لَمُغۡرَمُوۡنَ ﴿٦٦﴾ بَلۡ نَحۡنُ مَحۡرُوۡمُوۡنَ ﴿٦٧﴾ اَفَرَءَيۡتُمُ الۡمَآءَ الَّذِىۡ تَشۡرَبُوۡنَ ﴿٦٨﴾ ءَاَنۡتُمۡ اَنۡزَلۡتُمُوۡهُ مِنَ الۡمُزۡنِ اَمۡ نَحۡنُ الۡمُنۡزِلُوۡنَ ﴿٦٩﴾ لَوۡ نَشَآءُ جَعَلۡنٰهُ اُجَاجًا فَلَوۡلَا تَشۡكُرُوۡنَ ﴿٧٠﴾﴾

"তোমরা যে বীজ বপন কর সে সম্পর্কে চিন্তা করেছ কি? তোমরা তা অঙ্কুরিত কর, না আমি অঙ্কুরিত করি? আমি ইচ্ছা করলে তা খড়কুটায় পরিণত করতে পারি, তখন হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে তোমরা। বলবে, আমাদের তো সর্বনাশ হয়েছে! আমরা হৃত-সর্বস্ব হয়ে পড়েছি। তোমরা যে পানি পান কর সেই সম্পর্কে তোমরা ভেবে দেখেছ কি? তোমরাই কি ওটা মেঘ হতে নামিয়ে আন, নাকি আমি ওটা বর্ষণ করি? আমি ইচ্ছা করলে ওটা লবণাক্ত করে দিতে পারি। তবুও কি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না?" [সূরা ৫৬; আল-ওয়াকিয়াহ ৬৩-৭০]

আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ مَلَكًا، فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، وَيُقَالُ لَهُ اكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيْدٌ»

"অতঃপর মহান আল্লাহ একজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন। আর তাঁকে চারটি বিষয়ে আদেশ দেয়া হয়। তাঁকে লিপিবদ্ধ করতে বলা হয়, তার আমল, তার রিযক, তার আয়ু এবং সে কি পাপী হবে না নেককার হবে।" [সহীহ বুখারী: ৩২০৮, সহীহ মুসলিম: ২৬৪৩]

৩. আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে উদ্দেশ্যহীন সৃষ্টি করেননি

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿اَفَحَسِبۡتُمۡ اَنَّمَا خَلَقۡنٰكُمۡ عَبَثًا وَّ اَنَّكُمۡ اِلَيۡنَا لَا تُرۡجَعُوۡنَ ﴿١١٥﴾ فَتَعٰلَى اللّٰهُ الۡمَلِكُ الۡحَقُّ ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ رَبُّ الۡعَرۡشِ الۡكَرِيۡمِ ﴿١١٦﴾﴾

"তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে কেবল অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে না? সুতরাং, সত্যিকারের মালিক আল্লাহ মহিমান্বিত, তিনি ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই; তিনি সম্মানিত আরশের রব।" [সূরা ২৩; আল-মুমিনূন ১১৫-১১৬]

﴿اَيَحۡسَبُ الۡاِنۡسَانُ اَنۡ يُّتۡرَكَ سُدًى ﴿٣٦﴾ اَلَمۡ يَكُ نُطۡفَةً مِّنۡ مَّنِىٍّ يُّمۡنٰى ﴿٣٧﴾ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّٰى ﴿٣٨﴾ فَجَعَلَ مِنۡهُ الزَّوۡجَيۡنِ الذَّكَرَ وَالۡاُنۡثٰى ﴿٣٩﴾ اَلَيۡسَ ذٰلِكَ بِقٰدِرٍ عَلٰۤى اَنۡ يُّحۡىِۦَ الۡمَوۡتٰى ﴿٤٠﴾﴾